JAN. 2 . 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারি

বিনামূল্যের বই স্কুলে নয়, চড়াদামে বাজারে বিক্রয় হইতেছে

পাঠ্যপুস্তকের দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে -ইত্তেফাক

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পাঠ্যপুস্তক সংকট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন পাঠ্যপুস্তক নিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগের অন্ত নাই। বিনামূল্যের বই স্কুলে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু বাজারে চড়াদামে বিক্রয় হইতেছে। মাধ্যমিক শাখার ১৪টি নূতন বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। কিন্তু এই বইগুলির কাগজ ও ছাপার মান নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। ঢাকায় মাধ্যমিক শাখার বই পাওয়া গেলেও দেশের অন্যত্র এখনও নূতন বই পৌছায় নাই। নূতন বই নিয়া শুরু হইয়াছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। বই প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা হইয়াছে। ইহার পরও সংশ্লিষ্ট মহল বোর্ডের বইয়ের সংকট নিরসনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এদিকে, জানুয়ারীর মধ্যে বোর্ডের বই সরবরাহ এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পুস্তক প্রকাশের সহিত জড়িত সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশন গতকাল পৃথক কর্মসূচী পালন করে। শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচীর আওতায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নগরীতে মিছিল বাহির করিলে হাইকোর্টের সম্মুখে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়। ইহার পর ফ্রন্টের কর্মীরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে আসিয়া এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বলা হয়, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা বই কেলেংকারির সহিত যুক্ত। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভুলে ভরা সমস্ত বই প্রত্যাহার করিয়া শুদ্ধ বই দেওয়ার দাবী জানাইয়া বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নূরুল ইসলাম, আশরাফ উদ্দিন আকাশ, মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও দোকান মালিক সমিতি গতকাল এক জরুরী সভায় পাঠ্যপুস্তক সংকট সৃষ্টির জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানাইয়াছে। আলহাজ্ব কামাল মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বলা হয়, পুস্তকার সহযোগী সাবেক এমপি আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন রক্ষার স্বার্থে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।